মানুষ সৃষ্টি তত্ত্ব ঃ আল্-কুরআনে

ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

মানুষ সৃষ্টি তত্ত্ব ঃ আল্-কুরআনে
ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

প্রকাশনায়
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
খানকাহ্-ই-খাস মুজাদ্দেদীয়া
প্লট নং # ১২৮, রোড নং # ৭, ব্লক # বি
সেকশন # ১২, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা ।
ফোন : ০০৮৮-০২-৯০২৮১৮৮,
website : www.khasmujaddidia.org

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০১৬ ঈসায়ী
শ্রাবণ ১৪২৩ বাংলা
শাওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মোবাইল : ০১৭৮৪-৪৭৩৫৮৬

মুদ্রণ
এন.এন. প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৭৬/২, আরামবাগ, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৩-০১৫২১৮, ০১৯১৯-০১৫২১৮ ।

হাদিয়া : ২০.০০ টাকা মাত্র

MANUSH SRISTI TATTO : AL-QURANE by **Dr. A. F. M. Abu Bakar Siddique** in Bangali. Published by Khankai Khas Mujaddedia, Plot # 128, Rood # 7, Block # B, Section # 12, Mirpur, Pallabi, Dhaka, Bangladesh. Tel. 0088-02-9028188, website : www.khasmujaddidia.org. **Price : Tk. 20.00 Only.**

লেখকের অন্যান্য বই

১. বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (রহ.)
২. মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব
৩. দ্বীনে এলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)
৪. বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ
৬. মুকাশিফাতে আয়নিয়া
৭. মা'আরিফে লাদুন্নিয়া
৮. মাব্‌দা ওয়া মা'আদ
৯. ইছবাতুন নুবূওয়াত
১০. স্মরণ কালের মরণজয়ী
১১. আবু দাউদ শরীফ (অনুবাদ, ১-৫ম খণ্ড) ই. ফা. প্রকাশিত
১২. আল-কুরআনের সরল তরজমা
(অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা)

১৩. ইবনে মাজাহ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৪. তাফসীরে মায্হারী (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৫. তাফসীরে তাবারী শরীফ, ৩০তম পারা (অনুবাদ, ই. ফা. বা.)
১৬. সিরাতুন্নবী (সা.)- ইবনে হিশাম, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৭. আল্-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৮. নাসাঈ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৯. আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ
২০. রূহের সফর
২১. রূহের খোরাক
২২. Shaikh Ahmad Sirhindi (Rh.) and his Reforms.
২৩. চলার পথের শেষ কোথায়?
২৪. কালিমায়ে তাইয়্যেবা (রাহে নাজাত-১)
২৫. নামাজ পড়ে হবে কি? (রাহে নাজাত-২)
২৬. ওলী হওয়ার আসান তরীকা (রাহে নাজাত-৩)
২৭. যিকির কি ও কেন? (রাহে নাজাত-৪)
২৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাকে হাসানা
২৯. আল-কুরআন : কালামুল্লাহ
৩০. প্রবন্ধ-ত্রয়ী
৩১. কিয়ামত!?
৩২. ইল্মে তাসাওফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য
৩৩. হুব্বে রাসূল সালালাহু আলায়হি ওয়াসালামের তাৎপর্য ও গুরুত্ব
৩৪. মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুল ওহাব নজ্দী ও তাঁর মতবাদ
৩৫. বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন (অনুবাদ গ্রন্থ : ই.ফা.বা.)
৩৬. মহানবী (সা.)-এর জীবনী বিশ্বকোষ (নাদরাতুন নাঈম) : অনুবাদ সম্পাদনা পরিষদ সদস্য, ই.ফা.বা. ।
৩৭. শয়তানের শয়তানী!
৩৮. আল্লাহ্র গযব যুগে যুগে!
৩৯. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম (ই.ফা.বা.)
৪০. সিরাজাম-মুনিরা
৪১. আসল ঠিকানা!?
৪২. মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনই একমাত্র বিশ্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ
৪৩. সমাজ সংস্কারক হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (র)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

পেশ কালাম

আল্-হামদু লিল্লাহে রাব্বিল 'আলামীন। ওয়াস্-সালাতু ওয়াস্-সালামু 'আলা সাইয়্যেদিল মুরসালীন, ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমা'ঈন। আম্মা বাদ :

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় ও আদরের সৃষ্টি মানুষের জন্য সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, গাছ-বৃক্ষ, লতা-গুল্ম, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, মহাসমুদ্র, নদ-নদী সবই মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে; আর মানুষকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য।

আল-কুরআনে সব ধরণের সৃষ্টির কথা মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি আল-কুরআনের অনেক সূরায় বর্ণিত আছে।

উল্লেখ্য যে, আল-কুরআনে মানব ভ্রুন-তত্ত্বের সার্বিক পর্যালোচনা প্রমাণ করে যে, এতে কোন সন্দেহ নেই। ভ্রুনতত্ত্বের দীর্ঘপথ পরিক্রমায় বর্তমান বিজ্ঞান যেখানে এসে পৌঁছেছে, তা প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে নাযিলকৃত আল্-কুরআনের সূরা মু'মিনুনের ১২-১৪ নং আয়াতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা। তাই তার দায়িত্ব অনেক বেশী। তার সৃষ্টি পদ্ধতি সম্পর্কে আল্-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে যে তত্ত্ব ও তথ্য রয়েছে, তা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের 'ভ্রুনতত্ত্বের' অধ্যায়ে ছবিসহ বর্ণনা রয়েছে। এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেন সম্মানিত সাবেক লেঃ কর্নেল ডাঃ ওয়াহীদুল ইসলাম (অবসরপ্রাপ্ত), যিনি আর্মি মেডিকেল কোরের প্রখ্যাত ডাক্তার ছিলেন, তাঁর ছাত্র জীবনের এ সম্পর্কিত বই "MEDICAL EMBRYOLOGY" দিয়ে।

এছাড়া আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করে আমার বড় ছেলে ডক্টর মোস্তফা কবীর সিদ্দিকী, সিনিয়র লেকচারার, ইসলাম শিক্ষা বিভাগ, সাউথ ইষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, কিছু তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ দিয়ে। আল্লাহ্ তায়ালা সকলকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন! আমীন!!

আহকার
ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
প্রাক্তণ চেয়ারম্যান ও প্রফেসর
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

১ম অধ্যায় ॥ ৭

* দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ॥ ৭
* আদম সৃষ্টি সম্পর্কে হাদীস ॥ ৭
* এক জোড়া মানুষ থেকে সব মানুষের সৃষ্টি ॥ ৭
* সৃষ্টি ধারার পরিবর্তন ॥ ৯
* মানুষ সৃষ্টিতে নর ও নারীর ভূমিকা ॥ ১০
* মাতৃগর্ভে সন্তান কিরূপে সৃষ্টি হয়?! ॥ ১০

২য় অধ্যায় ॥ ১৫

* মানব ভ্রুনতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা ॥ ১৫
* আল্-কুরআনে বর্ণিত মানব ভ্রুণের রূপান্তর ॥ ১৮
* নুত্ফা সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা ॥ ২১
* স্ত্রী নুত্ফা বা নারীদের বীর্য ॥ ২৩
* মানবীয় ভ্রুনের ক্রমবিকাশ ॥ ২৩
* আলাকা বা রক্তপিণ্ড ॥ ২৫
* মুদ্গা বা গোশ্ত পিণ্ড ॥ ২৬
* হাড় ও মাংস গঠন প্রণালী ॥ ২৭
* ভ্রুণ থেকে মানব শরীর গঠনের কয়েকটি ছবি ॥ ২৯

প্রথম অধ্যায়

দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

অর্থ : আল্লাহ্ ফিরিশতাদের বলেন : নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা সৃষ্টি করেছি।

(সূরা বাকারা : ৩০ আয়াত)

এখানে 'খলীফা' অর্থ আদম (আ.)। তিনি প্রথম মানুষ। আল্লাহ্‌র যমীনে তাঁর বিধান চালু করা, বান্দাদের হিদায়েত ও তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা ও তাঁর নৈকট্য লাভের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে খলীফা বা প্রতিনিধি ছিলেন।

* আদম সৃষ্টি সম্পর্কে হাদীস :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اِنَ الله لَعالى خلق اَدم من فبضه من جميع الا رض...

অর্থ : আল্লাহ্ তাআলা আদম (আ.)-কে এক মুষ্টি মাটি দিয়ে তৈরী করেন। তিনি ঐ মাটি সমগ্র ভূ-পৃষ্টের মাটি থেকে সংগ্রহ করেন। আর এ কারণেই আদম সন্তানের মধ্যে কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কাল এবং কেউ এর মাঝামাঝি। তাদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন প্রকারের। যেমন, কেউ কোমল, কেউ কর্কশ, কেউ অনাচারী এবং কেউ সদাচারী।

(হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী ও বায়হাকী গ্রন্থে বর্ণিত)

* এক জোড়া মানুষ থেকে সব মানুষের সৃষ্টি :

আল্-কুরআনের বাণী :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

অর্থ ; হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রব বা সৃষ্টিকর্তাকে। যিনি তোমাদেরকে একমাত্র মানুষ আদম থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই মানুষ থেকে তাঁর সঙ্গিনী হাওয়া-কে সৃষ্টি করেছেন। আর এ দু'জনের মাধ্যমে পৃথিবীতে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

(আল্-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত-৪)

হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস :

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ তাআলা হাওয়াকে আদম (আ.)-এর বাম পাজরের হাঁড় থেকে সৃষ্টি করেন। (বুখারী মুসলিম বর্ণিত)

মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। হযরত আদম (আ.) ঘুমিয়ে ছিলেন। এ সময় হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়। আদম (আ.) ঘুম থেকে জেগে উঠে হযরত হাওয়া (আ.)-কে দেখে বিস্মিত হন।

(এটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আবূ শায়খ, ইবন জরীর প্রমুখ)

আল-কুরআনের অন্য আয়াতের বর্ণনা :

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

অর্থ : আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি অর্থাৎ আদম থেকে। তারপর তিনি তাঁর থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন।

(আল্-কুরআন, সূরা ৩৯-যুমার, আয়াত : ৬)

এ সম্পর্কে আল্-কুরআনের আরো বাণী :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থ : হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে। পরে আমি তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।

(আল্-কুরআন, সূরা ৪৯-হুজরাত : আয়াত : ১৩)

* সৃষ্টি ধারার পরিবর্তন :

আল্লাহ্ তাআলা আদম ও হাওয়া (আ.)-কে তাঁর অসীম কুদরতে সৃষ্টি করার পর, তাদের মাধ্যমে অনাগত মানুষ সৃষ্টির ব্যবস্থা করেন। সে প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। যেমন কুরআনের বর্ণনা :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ

অর্থ : তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়। এরপর সে যখন তার সাথে সঙ্গম করলো, তখন স্ত্রী লঘুভার গর্ভধারণ করলো এবং সে তা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকে।

(আল্-কুরআন, সূরা-৭ আরাফ, আয়াত : ১৮৯)

এ আয়াতের মর্ম এরূপ : হে মানুষ! আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তার বাম পাজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করেন জীবন সঙ্গিনী হাওয়া (আ.)-কে। হযরত আদম (আ.) তাঁর সঙ্গিনীর নিকট থেকে পান সঙ্গসুখ ও ভালবাসা। আদম (আ.) তাঁর স্ত্রীর সাথে সংগত হলে হাওয়া (আ.) সন্তান-সম্ভবা হয়ে পড়েন। আর সে গর্ভ ছিল সহজে বহনযোগ্য, লঘু।

(দ্রষ্টব্য : তাফসীরে মাযহারী, সূরা আরাফের ১৮৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)

আল্-কুরআনে বর্ণিত এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা আদম ও হাওয়া (আ.)-এর মাঝে জৈবিক আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেন। একে 'কাম' শক্তি বলা হয়। এই চেতনা ও প্রেরণা প্রাণশক্তি সম্পন্ন প্রতিটি জীবের মধ্যে নিহীত আছে।

এরই ফলে প্রতিটি নর-নারীর প্রতি এবং নারী-নরের প্রতি আকৃষ্ট; যাতে ঘটে দৈহিক মিলন এবং হয় মানুষের বংশ বিস্তার।

* মানুষ সৃষ্টিতে নর ও নারীর ভূমিকা :

আল্-কুরআনে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

অর্থ : তোমাদের স্ত্রীরা হলো– তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। যেভাবে ইচ্ছা তোমরা তোমাদের শষ্যক্ষেত্রে গমন করতে পার। আর তোমরা নিজেদের জন্য কিছু অগ্রিম ব্যবস্থা করবে।

(আল্-কুরআন, সূরা ২, বাকারা; আয়াত : ২২৩ ।)

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হলো : তোমদের স্ত্রীরা হলো– তোমাদের জন্য সন্তানরূপ ফসল ফলাবার স্থান। এখানে স্ত্রীদের শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে, আর স্ত্রীদের গর্ভাশয়ে নিক্ষিপ্ত বীর্যকে ফসলের বীজের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে।

* মাতৃগর্ভে সন্তান কিরূপে সৃষ্টি হয়?!

আল্-কুরআনে এ সম্পর্কে অনেক আয়াত বর্ণিত আছে। এখানে কয়েকটি আয়াত পেশ করা হচ্ছে : যেমন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿﴾ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ

অর্থ : আর আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে, তারপর আমি তাকে শুক্ররূপে এক সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন করি। এরপর আমি শুক্রকে আলাকায় বা রক্তে পরিণত করি। তারপর আলাকাকে গোশত পিণ্ডে পরিণত করি। তারপর সে পিণ্ডকে পরিণত করি হাড়ে। এরপর সে অস্থিপঞ্জর বা হাড়কে ঢেকে দেই গোশত দিয়ে। তারপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান! এরপর তোমরা অবশ্যই মরবে। তারপর কিয়ামতের দিন তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে।

(আল্-কুরআন, সূরা ২৩, মুমিনুন, আয়াত : ১২-১৬)

উল্লেখিত আয়াতের মর্মার্থ হলোঃ হে মানুষ! আমিই তোমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি 'মাটির নির্যাস' বা উপাদান থেকে। এখানে 'মাটির নির্যাস' বলার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আ.)-কে মাটির পুতুলের ন্যায় সৃষ্টি করে, পরে তাকে 'রূহ' বা আত্মা ফুঁকে দেন। তাঁর পরবর্তী বংশধর যদিও একই উপাদানে তৈরী, কিন্তু মূর্তির আকারে নয়।

বস্তুত: তারা পিতা-মাতার যৌন মিলনের মাধ্যমে শুক্রকীট ও ডিম্বের মিলনে সৃষ্টি। এ সৃষ্টি একদিনে নয়, বরং দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে হয়ে থাকে। সৃষ্টির শুরুতে যে দু'টো বস্তুর প্রয়োজন অর্থাৎ শুক্রকীট ও ডিম্ব, এর সব উপাদান প্রকৃতপক্ষে মাটি থেকে সৃষ্টি হয়।

পরের আয়াতে বলা হয়েছেঃ এরপর আমি তাকে শুক্ররূপে এক নিরাপদ আধারে বা সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন করি। আর তা হলো মাতৃগর্ভে। (সুবহানাল্লাহ!)

'নুতফাকে' বীর্য বলা হয়। আল্-কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

অর্থ : আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে।

(আল্-কুরআন, সূরা ৭৬ দাহর, আয়াত : ২)

আয়াতে বর্ণিত أَمْشَاجٍ 'আম্শাজ', যার অর্থ- সংমিশ্রিত শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, পুরুষ ও নারী উভয়ের দেহ থেকে নির্গত মিলিত 'নুত্ফা' বা বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্ট। সুতরাং পুরুষের বীর্য ও নারীর ডিম্ববাহী জলীয় পদার্থ (ডিম্ব-ওভারী থেকে ফেটে বের হলে, তা রক্ত মিশ্রিত তরল পদার্থে থাকে) দু'ই বুঝায়।

এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্ত্রী লোকদেরও বীর্য আছে, যে কারণে সন্তান মায়ের

আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

(আল্-হাদীস বর্ণিত)

উল্লেখ্য যে, নারীদের বীর্য-পুরুষের বীর্যের ন্যায় স্ববেগে স্খলিত হয় না, বরং তা পেটের মধ্যেই পুরুষের শুক্রকীটের জন্য অপেক্ষা করে। এ শুক্রকীট বীর্যপাতের পর ক্রমাগত দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে এবং যতক্ষণ না সে শুক্রকীট নারীর ডিম্বানুর সাথে মিলিত হয়, অথবা যোনিপথ দিয়ে ডিম্বানুর অবস্থান স্থান পর্যন্ত গমন পথে মৃত্যুবরণ না করে, ততক্ষণ সে শান্ত হয় না। আর যখন কোন শুক্রকীট স্ফুটিত ডিম্বে মাথা ঢুকিয়ে দেয়, তখন তার লেজ ঝরে পড়ে এবং সে শান্ত হয়। (সুব্হানাল্লাহ!)

আয়াতে বর্ণিত 'ফি কারারিম-সাকীন' শব্দের অর্থ– নিরাপদ আধার। আর তা হলো- নারীদের গর্ভাশয় বা গর্ভাধার। যেখানে গর্ভাস্থিত শিশু নিরাপদে অবস্থান করে। অর্থাৎ গর্ভস্থিত শিশুর জন্য মাতৃউদরকে করা হয়েছে নিরাপদ আধার। (সুব্হানাল্লাহ্!)

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক নারীর ঋতুস্রাবের পর তার জরায়ুর ভিতরের অংশ বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে, যেন তাতে পুরুষের শুক্রকীট দ্বারা উর্বরাপ্রাপ্ত ডিম্বানুকে ভালভাবে ধরে রাখতে পারে, যেখানে তা বর্ধিত হবে। যদি স্ফুটিত ডিম্বানুকে কোন শুক্রকীট উর্বরা না করে, তবে সেই ডিম্বানু নষ্ট হয়ে যায় এবং জরায়ুর প্রস্তুতি ব্যর্থ হয়। আর সেই ব্যর্থতার রক্তিম অশ্রুই স্রাবের আকারে বেরিয়ে আসে। যদি শুক্রকীট ও ডিম্বের মিলন হয়, তবে স্রাব বের হয় না। (সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বে-হামদীহি!)

তাই যখন একটি শুক্রকীট ও ডিম্বের মিলন হয়, তখন তা জরায়ুর বিশেষভাবে প্রস্তুত ক্ষেত্রে এসে দৃঢ়ভাবে নিরাপদে স্থাপিত হয়। এ জন্য কুরআনে 'মাকিণ' বা নিরাপদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে মানব শিশু সৃষ্টির প্রথম স্তর অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

(দ্রষ্টব্য : কুরআনে বিজ্ঞান, মানব সৃষ্টি রহস্য, ডা. মুহাম্মাদ গোলাম মোয়ায্যাস, পৃ. ৫৪-৫৫)

উপরোক্ত আয়াতে আরো বলা হয়েছে : এরপর আমি শুক্র বিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে। অর্থাৎ জরায়ুর মধ্যে উর্বরা প্রাপ্ত জীব কোষটি আস্তে আস্তে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তা জমাট রক্তে পরিণত হয়, যা জরায়ুর গায়ে লেগে থাকে।

ভ্রুণের প্রথম কয়েকদিনের জীবনে (ছবিতে) যা দেখা যায়, তা হলো– রক্ত বা রক্তপিণ্ড মাত্র। আর প্রথম সপ্তাহে বীর্য রক্তে পরিণত হয়। সুব্হানাল্লাহ!

আর এ স্তরে ভ্রুণটি একটি গোশ্ত পিণ্ডের আকার প্রায় হয়। পিণ্ড বলতে কোন আকারহীন বস্তুকে বুঝায়। বাস্তবে তা-ই হয়ে থাকে। এ পিন্ডে এর পরে যে জিনিস দেখা যায়, তা হলো হাড় সৃষ্টি। মাত্র ১৬ সপ্তাহ বা চার মাস পরে যদি এক্সরে করা হয়, তবে তাতে হাড় সৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর আল্লাহ হাড়কে ঢেকে দেন গোশ্ত দিয়ে। (সুব্হানাল্লাহে ওয়া-বে-হাম্দিহী, ওয়া সুব্হানাল্লাহীল আজীম!)

উপরোক্ত আয়াতের শেষাংশে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ অবশেষে আমি তাকে গড়ে তুলি অন্য এক নতুন সৃষ্টিরূপে। এ কথার অর্থ– এরপর আল্লাহ্ তাতে 'রূহ্' বা আত্মার সম্পাত ঘটিয়ে দান করেন জীবন্ত রূপ। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা কত মহান! (সুবহানাল্লাহ!)

আয়াতে বর্ণিত 'খাল্কান আখার' শব্দের ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরামা, জুহাক ও আবুল আলীয়া (রহ.) বলেন: 'অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে', এর দ্বারা মানব শিশুর মধ্যে রূহ্ বা আত্মা নিক্ষেপ করাকে বুঝানো হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, প্রকৃত পক্ষে 'রূহ' সৃষ্টি হয়েছে মানবদেহ সৃষ্টির বহুপূর্বে 'আলমে আরওয়াহ্' বা রূহের জগতে। যেখানে সব রূহকে একত্রিত করে মহান আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করেন :"আ-লাস্তু বে-রাব্বিকুম', অর্থাৎ আমি কি

তোমাদের রব নই? সমস্ত রূহ তখন একই সাথে জবাব দিয়ে ছিল: হাঁ, আপনি আমাদের রব! (সুব্হানাল্লাহ!)

(আল্-কুরআন, সূরা ৭ আরাফ, আয়াত : ১৭২)

উল্লেখ্য যে, 'নাফখে রূহ' বা 'রূহ-নিক্ষেপ' হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ গুণ, যা অবিনশ্বর। মায়ের গর্ভে মানবদেহ তৈরী হয়ে যায়, তখন এর সাথে ঘটে রূহের সম্পর্ক।

এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

মানব-বীর্য মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে 'নুত্ফা' বা অপবিত্র পানির আকারে। তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত তা থাকে রক্তপিণ্ডের আকারে। এরপরের চল্লিশ দিন তা থাকে গোশতের পিণ্ড আকারে। এরপর মহান আল্লাহ তার জন্য চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন। সে ফিরিশতা গর্ভস্থিত শিশুর ভাল-মন্দ কর্ম পরিক্রমা, আয়ু, রিযিক এবং পূণ্যবান হবে না পাপী, তা লিপিবদ্ধ করেন। অবশেষে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় 'রূহ' বা আত্মা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, জড়-উপাদান তথা বীর্যের ক্রম-বিবর্তনের মাধ্যমে মানব-দেহ তৈরী হয় এবং বিশেষ সময়ে মহান আল্লাহ্র নির্দেশে জড় দেহের সাথে 'রূহ' বা আত্মাকে সম্পৃক্ত করার ফলে তা জীবিত হয়। এ সৃষ্টি কৌশল সত্যিই অনন্য, রহস্যময়, যা আদৌ মানব জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নয়। (সুব্হানাল্লাহ!)

(এ সম্পর্কে জানার জন্য আমার রচিত 'রূহের সফর' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় অধ্যায়

Human Embryology বা

মানব ভ্রুণতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা

কিভাবে এলো এই পরিপূর্ণ মানব কিশু?

পবিত্র কুরআনের আলোকে সংক্ষেপে ভ্রুণতত্ত্বের মূল্যায়ন করার পর ভ্রুণতত্ত্ব সম্পর্কে মানুষের কি ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান, তা দেখা দরকার। উল্লেখ্য যে, এখন থেকে ১৪০০ শত বছর আগে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর আল্লাহ তাআলা যে কুরআন নাযিল করেন এবং তাতে যে তথ্য প্রকাশ করেছেন, তা আগের ও আজকের মানুষের চিন্তাতীত। এরিস্টটলের সময় (৩৮৪-৩২ বি.সি.) ভ্রুণতত্ত্ব সম্পর্কে দুটি তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল, যেমন : ১. পুরুষের শুক্রানু অথবা মেয়েদের দেহ থেকে নি:সৃত রস, যার মধ্যে এই সামান্য জীব (কীট) থাকে, তা জরায়ুর মধ্যে বেড়ে ওঠে। ২. ঋতুস্রাব থেকে প্রকৃত গঠন ও সৃষ্টি।

এরিস্টটল দ্বিতীয় থিওরী গ্রহণ করেছেন। প্রজননে পুরুষ শুক্রানুর অংশ গ্রহণ ক্যাটালিস্ট রোলে খুব সীমিত, কারণ এর মধ্যে মাসিক ঋতুর রক্তে জমাট বদ্ধতা আসে। প্রকৃত পক্ষে তিনি বলেন যে, এটা ঘন দুধ হতে পণির তৈরী করার মত।

এরিস্টটলের এ থিওরীকে বহু শতাব্দী ধরে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে সাহস পায়নি। তবে ১৬৬৮ সালে 'রেডি' একে চ্যালেঞ্জ করেন এবং বলেন, এটা প্রকৃতপক্ষে একটা ধারাবাহিক বিষয়।

১৮৮৩ সালে ভন বেনডেন প্রমাণ করেন যে, শুক্রানু ও ডিম্বানু সেলস ভ্রুণ গঠনে সম-পরিমান ক্রোমোসম জোগান দিয়ে থাকে।

তবে ৫৭০-৬৩২ সাল (খৃ:) নাগাদ পবিত্র কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হাদীস অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে:

১. মানব-ভ্রুণ তৈরীতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে সমভাগে অংশ-গ্রহণ করে থাকে।

২. মানব-ভ্রুণ কোন তৈরীকৃত বস্তু নয়, বরং এটা ক্রমে-ক্রমে স্তরের পর স্তর গঠিত হয়।

যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্য, এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।"

(সূরা আদ্-দাহর, আয়াত : ২)

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "মানুষ সৃষ্টি হয়েছে স্ত্রী ও পুরুষের দেহ থেকে নি:সৃত বীর্য ও ডিম্বানু থেকে।"

(মুসনাদে আহমদ ইবন হাম্বল)

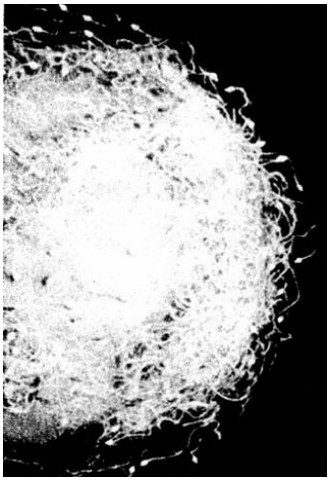

শুক্রাণু দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি ডিম্বানু

পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ আছে: "তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাওনা? অথচ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।"

(সূরা নূহ; আয়াত : ১৩-১৪)

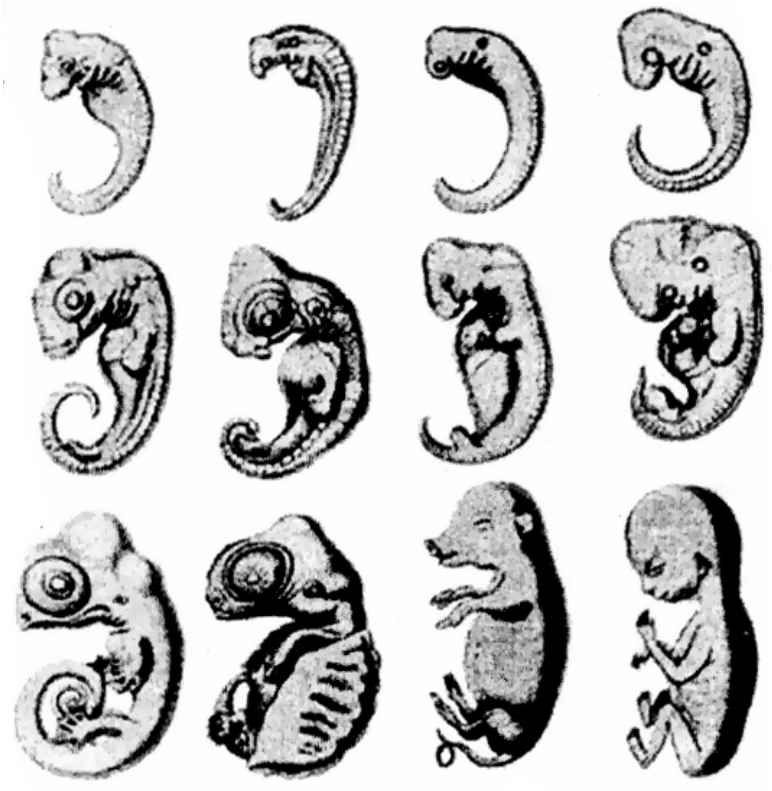

ভ্রূণের পর্যায়ক্রমিক বিকাশ

এ সম্পর্কে আল্-কুরআনের বর্ণনা : "আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে মাটির উপাদান বা নির্যাস থেকে। এরপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিণ্ডে। এরপর একে পরিণত করি গোশত পিণ্ডে এবং পরে একে পরিণত করি হাড়ে। তারপর হাড়কে ঢেকে দেই গোশ্ত

দিয়ে; অবশেষে তাতে (রূহ ফুঁকে দিয়ে) গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান।"

(সূরা মু'মিনুন : আয়াত : ১২-১৪)

আল্-কুরআনে মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন : ..."হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর, তবে জেনে রাখ; আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর আলাক থেকে, তার পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশত খণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য, আমি যা ইচ্ছা করি, তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রাখি; তারপর আমি তোমাদের শিশুরূপে বের করি, যাতে পরে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও।"

(সূরা আল্-হাজ্জ; আয়াত : ৫)

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যেভাবে ভ্রূণের উৎপত্তি, মাতৃগর্ভে বিভিন্ন স্তরে তার অবস্থান এবং মানবরূপে জন্ম নেয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের পক্ষে বর্তমান শতাব্দী ব্যতীত অন্য কোন সময় জানা সম্ভব হয়নি।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞানীরা সঠিক তথ্য জানতে পেরেছেন, যা ১৪০০ বছর পূর্বে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এখন তা মানুষ বিশ্বাস ও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

* আল্-কুরআনে বর্ণিত মানব ভ্রূণের রূপান্তর ঃ

নুতফা/আমসাজ > আলাক > মুদগা > ইযামা > লাহম ও আনসা।

আল্-কুরআনে বর্ণিত মানব ভ্রূণের রূপান্তর-এর সাথে Embryology-এর সম্পর্ক :

Embryologic শব্দ	-	কুরআনের পরিভাষা
Zygote	-	নুত্ফা/আমসাজ
Embryo	-	আলাক বা রক্ত
Somites	-	মুদ্গা/গোশত পিণ্ড
Ossification	-	ইযামা/অস্থিপাঞ্জর বা হাড়
Muscle formation	-	গোশ্ত
Fetal Period	-	আন্সা বা রূহ্ নিক্ষেপের দ্বারা বিশেষ সৃষ্টি।

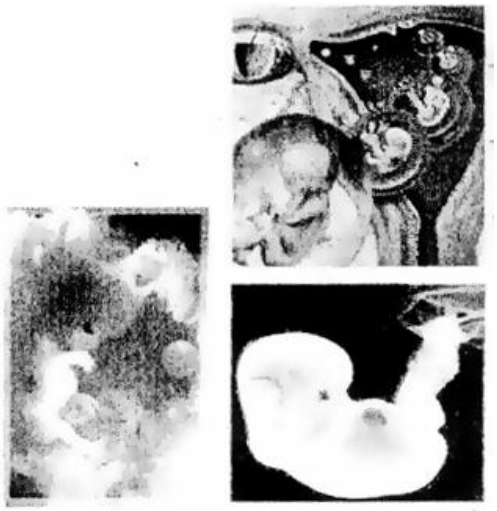

মানব ভ্রূণের ক্রমবিকাশ

ভ্রুণতত্ত্ব সম্বন্ধে আজ বর্তমান বিশ্বে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। (সুব্হানাল্লাহ ওয়া বে-হামদিহী!)

নুত্ফা কি?

নুত্ফার শাব্দিক অর্থ হলো, এক ফোঁটা তরল পদার্থ। পবিত্র ও কুরআনে ও হাদীসে একে তিনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

১. পুরুষ-নুত্ফা বা পুরুষের দেহ থেকে স্খলিত বীর্য

২. স্ত্রী নুত্ফা বা নারীদের শরীর থেকে স্খলিত বীর্য

৩. স্ত্রী ও পুরুষের মিশ্রিত নুত্ফা বা নুতফাতুল আমসাজ

এখন পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে নুত্ফার বা বীর্যের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে এবং সেই সাথে শুক্রানু বা পুরুষের দেহ থেকে নির্গত তরল পদার্থকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হবে।

আল্-কুরআনের ১২টি স্থানে 'নুত্ফা' শব্দের উল্লেখ আছে এবং ৩ জায়গায় 'মনি' বা শুক্রানু শব্দটি বর্ণনা করা হয়েছে।

পুরুষ লোকের দেহ থেকে নিঃসৃত তরল পদার্থ বা বীর্যকে আল্-কুরআনের অনেক স্থানে 'মাআ মাহিন' ও 'মাআ দাফিক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

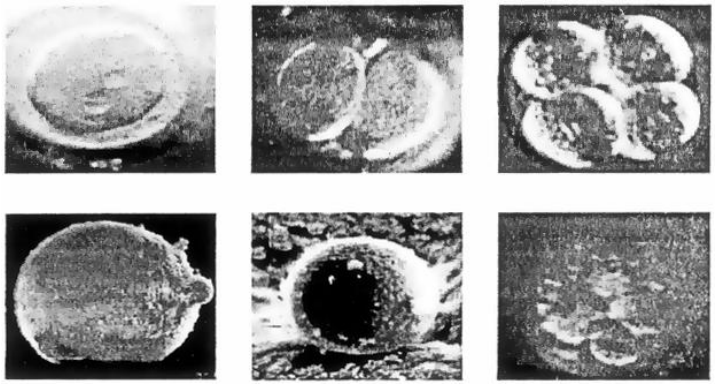

জাইগোটের বিভাজন

জরায়ুতে জাইগোটের অবস্থান

* 'নুত্‌ফা' সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা :

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? এরপর সে 'আলাকায়' বা রক্তে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। এরপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবু ও কি সেই আল্লাহ্ মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম নন?"

(আল্-কুরআন, সূরা কিয়ামাহ, আয়াত : ৩৬-৪০)

কুরআনে আরো বর্ণিত আছে :

"আর ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী শুক্রবিন্দু হতে, যখন তা স্খলিত হয়। আর মনে রেখ, পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্ব তাঁরই।"

(কুরআন, সূরা নাজম; আয়াত : ৪৫-৪৭)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন :

"আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তবু ও কেন তোমরা বিশ্বাস করছো না। তোমরা কি তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে ভেবে দেখেছো? তা কি তোমরা সৃষ্টি করো, না আমি সৃষ্টি করি?"

(আল্-কুরআন, সূরা ওয়াকেয়া; আয়াত : ৫৭-৫৯)

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত ৩টি সূরায় অনেক ঘটনা প্রকাশ করা হয়েছে। যদি এর উপর চিন্তা করা যায় এবং গবেষণা করা হয়, তবে অলৌকিকভাবে মানুষ সৃষ্টির অনেক অজানা ও সত্য তথ্যের খবর পাওয়া যাবে। যেমন :

১. প্রসূত সন্তানের সেকস পুরুষ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। উপরোক্ত আয়াতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক বিন্দু স্খলিত শুক্রবিন্দু বা তরল পদার্থ হতে স্ত্রী এবং পুরুষের সৃষ্টি হয়েছে।

আর এটা বাস্তব সত্য যে, স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সময় পুরুষ হতে যে স্খলিত তরল পদার্থ বের হয়, তা হলো– শুক্রানু। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সময় স্ত্রী হতে এ ধরনের কোন শুক্র বের হয় না।

এটা সত্য যে, সদ্য প্রসূত সন্তানের সেকস শুক্রানু দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে, যা গর্ভাশয়ে উর্বরতা প্রাপ্ত হয়ে পরে

ধীরে ধীরে মানুষের আকার ধারণ করে। যদি শুক্রানু বীজ X ক্রোমোসমস বহন করে এবং গর্ভাশয় উর্বর হয়, তবে সে সব সময় X ক্রোমোসমস ধারণ করবে এবং মেয়ে সন্তান জন্ম দেবে। আর যে y ক্রোমোসমস বীজ ধারণ করবে, সে ছেলে সন্তান জন্ম দেবে।

পবিত্র কুরআনে x ও y ক্রোমসমের এ ঘটনা বা তথ্য ১৪০০ শত বছর আগে নিশ্চিত করে বলা হয়েছে, যা কেউ জানতো না। আজ কুরআনের বদৌলতে বিজ্ঞানীরা সেই সত্য তথ্য উদঘাটন করতে সক্ষম হচ্ছেন। (সুবহানাল্লাহ্!)

২. দ্বিতীয় বিষয় হলো, পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, শুক্রানুর একটা ক্ষুদ্র অংশ ভ্রুণ তৈরী করতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। যেমন বলা হয়েছে : "আল্লাহ্ তাআলা স্ত্রী ও পুরুষকে এক শুক্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেন, যা স্খলিত হয়।"

(কুরআন, সূরা আন্-নাজম, আয়াত : ৪৪)

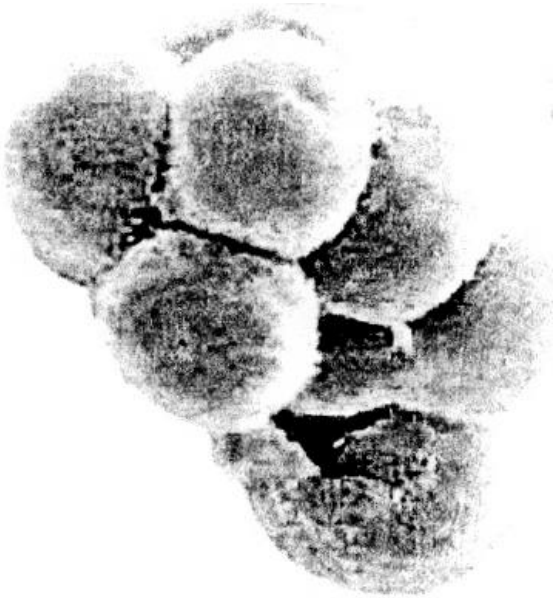

কোষ বিভাজনের পর দেখতে গোশ্ত পিণ্ডের মত অংশ

* স্ত্রী নুত্ফা বা নারীদের বীর্য :

স্ত্রীদের নুত্ফা বা বীর্য সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। তবে আল্-কুরআনে 'নুত্ফাতিন আম্সাজ'-এর উল্লেখ আছে। যার অর্থ- স্ত্রী ও পুরুষের দেহ থেকে স্খলিত মিশ্রিত তরল পদার্থ বা বীর্য।

এ সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণনা আছে :

একদা জনৈক ইহুদী হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে প্রশ্ন করে যে, "হে মুহাম্মদ (স)! আমাকে বলুন, কিসের থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়।

উত্তরে মুহাম্মদ (স.) বলেন :

"ওহে ইহুদী! স্ত্রী-পুরুষের মিলিত বা মিশ্রিত নুত্ফা থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়।"

এ সম্পর্ক কুরআনের বাণী :

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

অর্থ : "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্র বিন্দু বা বীর্য থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এরপর আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ।"

(আল্-কুরআন, সূরা দাহর; আয়াত : ২)

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় মানুষ তৈরীর এ ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিকদের ধারণার বাইরে ছিল । কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে মানুষ কুরআনের এ তথ্য ও তত্ত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছে । আল্-কুরআনে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তা অন্য কোথাও নেই । আর কেউ এ তথ্যকে অস্বীকার করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতে ও পারবে না । এটা বর্তমান বিশ্ব-সমাজে একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা বলে বিবেচিত । তাই দৃঢ়ভাবে বলা যায়, কুরআনে বর্ণিত সব কিছুই সত্য, সত্য, সত্য! যাতে কোন সন্দেহ নেই । (সুবহানাল্লাহি ওয়া বে-হামদিহি, ওয়া সুবহানাল্লাহিল আজীম!)

* মানবীয় ভ্রুণের ক্রমবিকাশ :

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে : "মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ । তিনি অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে কোন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন? শুক্রবিন্দু হতে তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন এবং তার জন্য পথ সহজ করে দেন ।"

(সূরা আবাসা, আয়াত : ১৭-২০)

উল্লেখ্য যে, মানব-ভ্রুণ ক্রমবিকাশের এক পর্যায়ে "নুতফাতুন আমসাজ বা মিশ্রিত বীর্য আলাকে বা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়, পরে রক্তপিণ্ড-গোশতপিণ্ডে পরিণত হয় এরপর তা হাড় ও মাংসে পরিণত হয়, যা পরে গোশত দ্বারা আবৃত করা হয় । এভাবে মানবীয় ভ্রুণ পরবর্তীতে পূর্ণ মানব আকৃতি ধারণ করে । আল্লাহ সকল শিল্পীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী, মহান স্রষ্টা! সুবহানাল্লাহ!!!

জরায়ুতে ভ্রুণের অবস্থান

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে যা উল্লেখ আছে, তা বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা থেকে অনেক উন্নত, যা বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে, যা তারা বিংশ শতাব্দীর পূর্বে জানতে পারেনি ।

রাসূলূল্লাহ (স.) বলেছেন :

"আল্লাহ্ তা'আলা নুত্ফার বিভিন্ন স্তর গঠনের জন্য একজন ফিরিশতা নিয়োজিত রাখেন । তা রক্তপিণ্ড ও গোশতপিণ্ড থাকা অবস্থায় তিনি আল্লাহর কাছে বিনীত আবেদন রাখেন যে, হে আল্লাহ্! এরপর কি করা হবে? যদি আল্লাহ্ এর পূর্ণ বিকাশ চান, তখন ফিরিশতা জিজ্ঞাসা করেন: এটা কি নর না নারী, সুখী না অসুখী, তার জীবিকা ও বয়োসীমা সম্পর্কে? এসব কিছুই সন্তান মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় নির্ধারিত হয়ে থাকে ।" (সুবহানাল্লাহ্!)

(সহীহ বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে; মুহাম্মদ (স.) বলেছেন :

"ভ্রুণের বয়স যখন ৪০-৪২ দিন হয়, তখন একজন ফিরিশ্‌তা মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে এবং নুতফাকে তার আকৃতি ও গঠন প্রদান করে, শোনা ও দেখার জন্য তার কান ও চক্ষু সৃষ্টি করে, হাড়, মাংস ও চামড়া তৈরী করে। এরপর আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞাসা করেন : এটা কি ছেলে হবে, না মেয়ে? তার জীবিকা ও বয়স কত হবে? আল্লাহ্ তাআলা সব কিছু ফিরিশ্‌তাকে জানিয়ে দেন এবং সেভাবে তিনি সব কিছু লিপিবদ্ধ করেন।" (সুব্‌হানাল্লাহ্!)

(সহীহ মুসলিম হতে বর্ণিত)

*** আলাকাহ বা রক্তপিণ্ড :**

আরবী শব্দ 'আলাকার প্রকৃত অর্থ হলো– কিছু লেগে থাকা, আটকে থাকা। এটা জরায়ুর মধ্যে আটকে থাকা অবস্থায় রক্ত গ্রহণ করে বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে একে 'লিচ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। মেডিকেল সাইন্সে এই বস্তুকে জমাট রক্ত বলা হয়।

পবিত্র কুরআনের ৫ জায়গায় 'আলাকাহ' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। তা হলো:

১. সূরা হজ্জের ৫ম আয়াত; ২. সূরা কিয়ামার ৩৭-৪০ আয়াত; ৩. সূরা মুমিনের ৬৭ আয়াত; ৪. সূরা আলাকের ১-৩ আয়াত এবং ৫. সূরা মু'মিনুনের ১২-১৪ আয়াত।

যেমন আল্-কুরআনের বাণী :

"হে মানুষ! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর, তবে জেনে রাখ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর আলাক হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতির গোশ্‌তপিণ্ড হতে; তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য, "আমি যা ইচ্ছা করি- তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি। পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও।"

(সূরা আল্-হাজ্জ, আয়াত : ৫)

* আল্লাহ্‌র আরো বাণী :

"তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, তারপর 'আলাক হতে, আর তিনি তোমাদের বের করেন শিশু রূপে;.."

(সূরা মু'মিন, আয়াত : ৬)

* আল্লাহ্ আরো বলেন : "সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? এরপর সে আলাকে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। এরপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম নয়?"

(সূরা কিয়ামা, আয়াত : ৩৭-৪০)

* আল্-কুরআনের আরো বাণী :

"পাঠ কর তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার রব মহিমান্বিত।"

(সূরা আলাক; আয়াত : ১-৩)

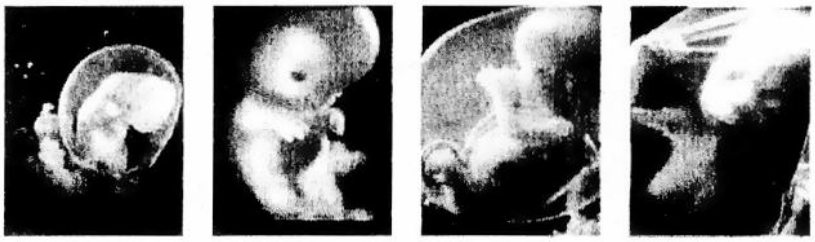

আলাকাহ থেকে পরিপূর্ণমানব শিশু

* মুদ্‌গা বা গোশ্‌তপিণ্ড :

আরবী ভাষায় মুদ্‌গা শব্দের অর্থ– চর্বিত গোশ্‌ত পিণ্ড ।

মুদ্‌গা শব্দটি মহান আল্লাহ্‌ কুরআনের সূরা হজ্জের ৫ আয়াতে এবং মুমিনুনের ১৩-১৪ আয়াতে দু'বার বর্ণনা করেছেন । তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে মুদ্‌গার কথা বহু বার উল্লেখ করেছেন ।"

(আল্‌-কুরআন : প্রাগুক্ত)

আলাকাহ থেকে মুদগাহ

হযরত মুহাম্মদ (স. হাদীসে বর্ণনা করেছেন :

"৪২ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নুতফাহ্‌ বা বীর্য যখন মায়ের গর্ভে স্থির হয়, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে আকৃতি দান করা, কানে শোনা, দেখা, চামড়া, মাংস এবং হাড় গঠন ও অঙ্গ সৌষ্ঠব দেয়ার জন্য একজন ফিরিশতা পাঠান । এ সময় সে ফিরিশতা আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করেন :

হে আল্লাহ্‌! এটা কি ছেলে হবে, না মেয়ে? তখন মহান আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন, তাই সৃষ্টি করেন ।"

(সহীহ মুসলিম বর্ণিত)

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে ভ্রুণতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে অনন্য, স্মরণীয় ও প্রকাশিতব্য বটে । আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানী এসব তত্ত্ব ও তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি, বরং কুরআন ও হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্যকে সঠিক হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে । (আল্‌-হামদু লিল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!)

* হাড় ও মাংস গঠন প্রণালী ঃ

আল্লাহ্‌, তাআলা বলেন : "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান থেকে । তারপর আমি একে স্থাপন করি শুক্ররূপে এক নিরাপদ আধারে । পরে আমি শুক্র বিন্দুকে পরিণত করি আলাকে বা রক্তে, তারপর আমি একে পরিণত করি গোশ্‌ত পিণ্ডে এবং পরে একে পরিণত করি অস্থিতে বা হাড়ে; এরপর হাড়কে ঢেকে দেই গোশত ও চামড়া দিয়ে । অবশেষে তাতে (রূহ নিক্ষেপ করে) তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে । অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা

আল্লাহ্ কত মহান!”

(সূরা মুমিনুন : ১২-১৪ আয়াত) (সুবহানাল্লাহ ওয়া বে-হামদিহি, ওয়া সুবহানাল্লাহিল আজীম!)

উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, গোশ্ত পিণ্ড বা ‘মুদ্গা’ অস্থি-পঞ্জরে পরিণত হয় এবং অস্থি পঞ্জর মাংস দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়। পরে তা এক নির্দিষ্ট সময়ে মানব আকৃতিতে পরিণত হয় এবং ১০ মাস ১০ দিন পর পূর্ণতা নিয়ে মাতৃগর্ভ হতে আল্লাহ্র নির্দেশে দুনিয়াতে আসে। (সুবহানাল্লাহ!)

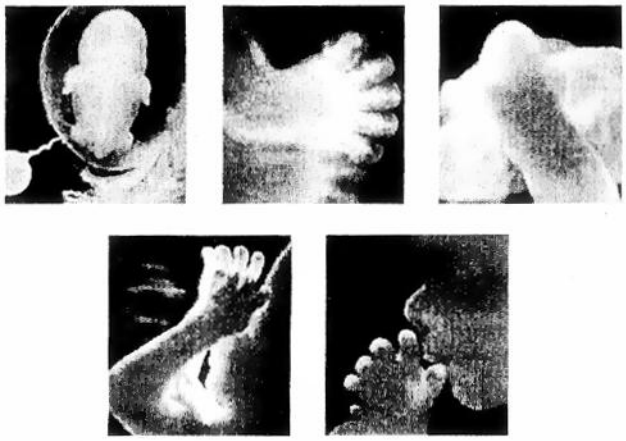

মুদ্গা বা সোমাইটস্ থেকে পর্যায়ক্রমে হাড় ও মাংস গঠন

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন যে, হাড় শরীরের মাংস গঠনের অগ্রদূত। হাড় গঠিত হলে তা মাংস দ্বারা আবৃত হয়ে যায়। মুদ্গা বা গোশ্তপিণ্ড হতে যখন অস্থি পঞ্জর গঠিত হতে থাকে, তখনই তা মাংস দ্বারা আবৃত হয়ে থাকে। (সুব্হানাল্লাহ্!)

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে:

“আমি গোশ্ত পিণ্ডকে পরিণত করি হাড়ে। এরপর তাকে ঢেকে দেই মাংস দ্বারা।”

(সূরা মুমিনুন, আয়াত : ১৪)

এ আয়াত দ্বারা বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ তথ্য স্পষ্টভাবে স্বীকৃত। বুঝা যায় যে, তারা কুরআন থেকে তাদের জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা সংগ্রহ করে পরে নিজ পরিভাষায় রূপ দিয়েছেন। এতে সত্যের কোন ঘাটতি হয়নি।

পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ আছে যে, “আর তোমরা অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ্য করো, কিভাবে আমি সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং মাংস দ্বারা ঢেকে দেই।”

(সূরা আল্-বাকারা, আয়াত : ২৫৯)

কুরআনে বর্ণিত “নুন্-সুজুহা” শব্দ দ্বারা সংযোজন, তৈরী ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তবে সৃষ্টির মূলে হলেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্। তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই তাঁর সৃষ্টির রূপ দিতে পারেন, দিয়ে থাকেন, তাতে অন্য কারো কোন হাত নেই। তিনি ইচ্ছা করলে মৃত্যু দেন এবং মৃতকে জীবিত করেন।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন কত সুন্দর বিজ্ঞান এবং এর ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা খুবই স্পষ্ট! মানুষের ভাষায় এর চেয়ে আর কোন ধারণা ও চিন্তা করা যায় না। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। (সুব্হানাল্লাহ!)

*** ভ্রুণ থেকে মানব শরীর গঠনের কয়েকটি ছবি :**

মানব ভ্রুণতত্ত্বের সার্বিক পর্যালোচনা প্রমাণ করে যে, আল্-কুরআন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরিত ঐশীগ্রন্থ, যাতে কোন প্রকার সংশয় ও ভুলের লেশমাত্র নেই। ভ্রুণতত্ত্বের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বর্তমান বিজ্ঞান যেখানে এসে পৌঁছেছে তা প্রায় ১৪০০ বছর আগে আল্-কুরআনের সূরা মুমিনুনের ১২-১৪নং আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যা সত্য, সত্য এবং সত্য!

কাজেই অবিশ্বাসীদের প্রতি আবেদন, মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র কুদরতের কথা স্বীকার করে, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে পড়ে নিন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

তাহলে নাজাত পাবেন জাহান্নাম থেকে এবং যেতে পারবেন চির শান্তিময় জান্নাতে।

আল্লাহ্ তাআলা সকলকে হিদায়াত নসীব করুন, আমীন! আর পরকালে জান্নাত নসীব করুন, আমীন!